শ্রীশ্রীতারকেশ্বর

(আদি কাহিনী ও লীলা মাহাত্ম্য)

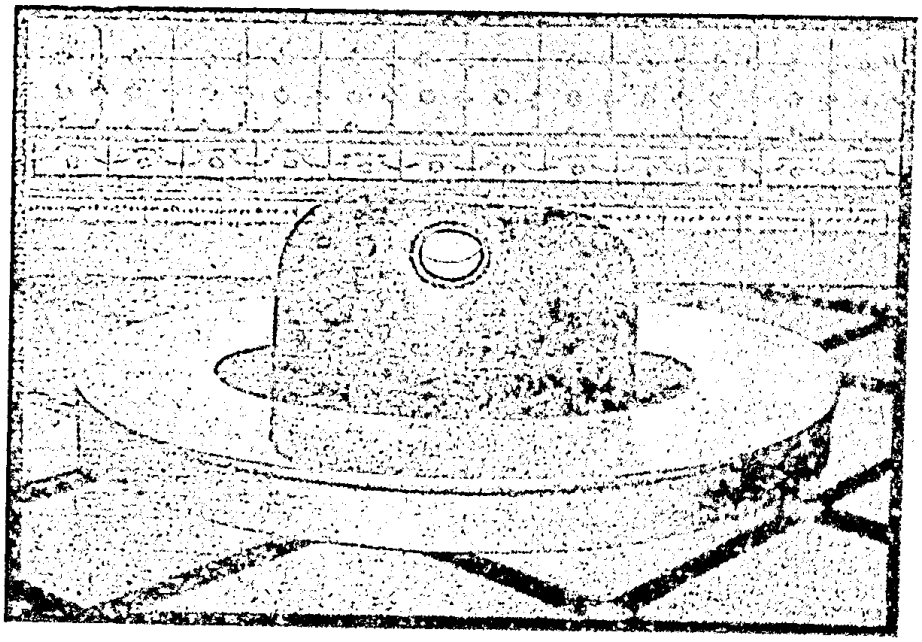

তব তত্ত্বম্ ন জানামি কিদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥

আদি-পুরোহিত বংশধর,

পুরোহিত : শ্রীসুকুমার গাঙ্গুলী

প্রণীত

মূল্য—২৫ পয়সা

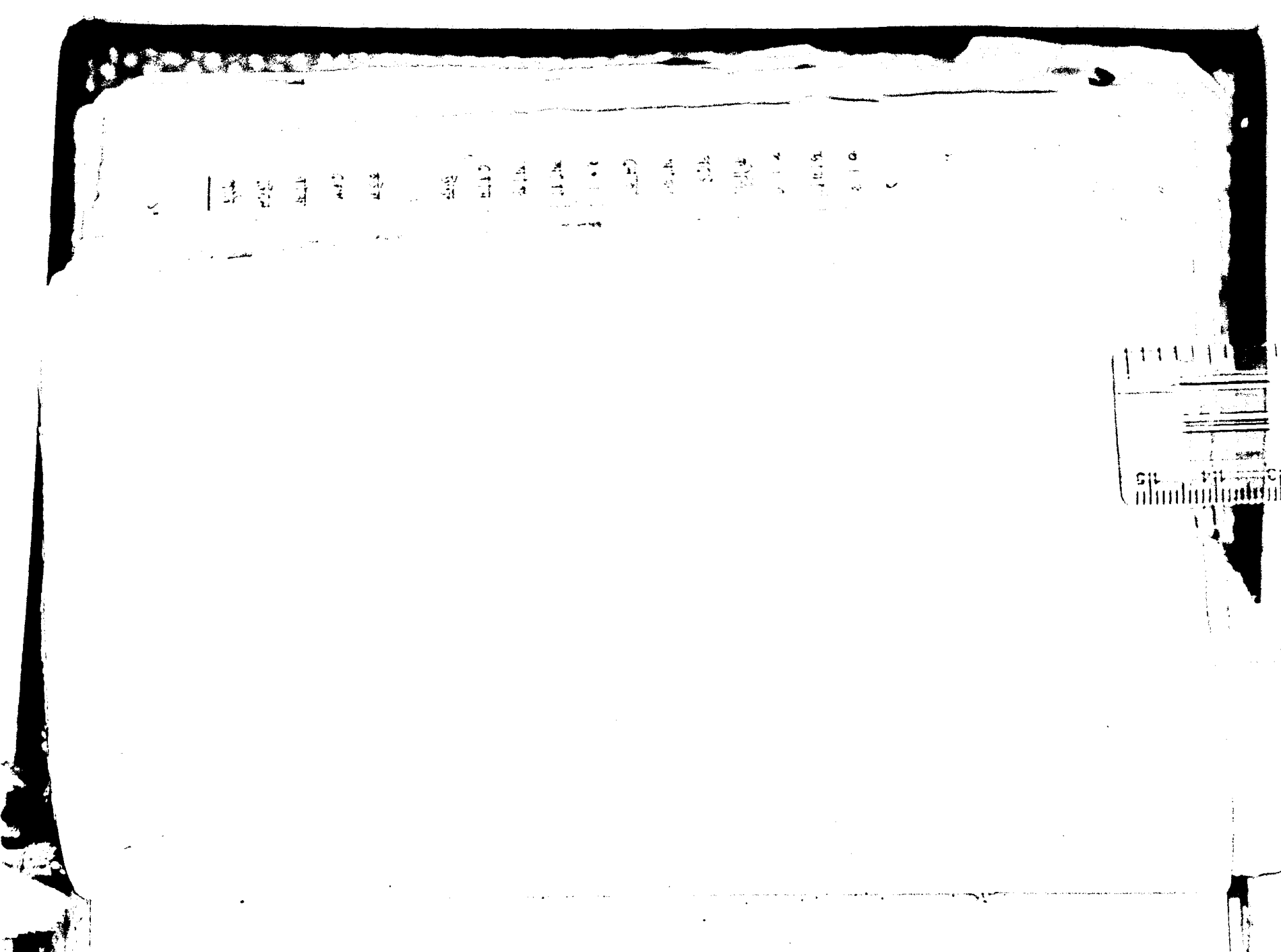

তারকনাথের আদি মাহাত্ম্য

জয় জয় তারকনাথ লইলাম শরণ।
তোমা বিনা কেবা করে লজ্জা নিবারণ॥
তারকনাথের চরণে যার মতি না জন্মিল।
নিশ্চয় জানিবে তার বিধি বাম হ'লো॥
একবার বাবার নাম করে যেই জন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় ব্যাসের বচন॥
বন্দিলাম জলার মধ্যে ক্ষ্যাপা পশুপতি।
চারিদিকে উলুখাগড়া বেনার বসতি॥
চৌদিকে জঙ্গল ছিল গহন কানন।
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি রম্য বন॥
তারপর শুনহ এক অপূর্ব্ব কথন।
যে রূপেতে তারকনাথ দিল দরশন॥
কলিযুগে পাপ নাশ করিবার তরে।
আবির্ভাব হলেন শম্ভু জঙ্গল ভিতরে॥
আজ্ঞা পেয়ে কপিলা মুকুন্দ গৃহে গেল।
দিনে দিনে সেই কপিলার দুগ্ধ কমি হ'ল।
প্রাতঃকালে উঠে গাভী বনপানে ধায়।
পিছু আসি মুকুন্দ ঘোষ গোপনে লুকায়।
দেখিল মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে।
কপিলা দিতেছে দুগ্ধ এক চিত্ত হ'য়ে॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর।
হস্তে খোঁড়ে মাটি কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ি।
পাষাণ দেখিয়া বলে হইল ছিয়া গাড়ী॥
কুঠারে কাটিয়ে ধায় রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে বাবার মাথায় ধায় ভেয়ে গায়।

এইরূপে গেল বাবার ছাপ্পান্ন বৎসর।
মহাগর্ত্ত হৈল বাবার মস্তক উপর॥
মস্তক যাতনায় শম্ভু হইলেন কাতর।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর॥
তারকেশ্বর শিব আমি কানন নিবাসী।
মোর পূজা কর ভক্ত হ'য়ে সন্ন্যাসী॥
ভক্তি ভাবে দিবে মোরে এক বিল্বদল।
অন্তিমকালে চরণ কমলে দিব স্থল॥
এইরূপে তারকনাথ হইলেন অবতার।
রামনগরের মহারাজা পান সমাচার॥
কাননে শিবের নাম শুনিয়া শ্রবণে।
ভারামল্ল যাত্রা করিল শম্ভু দরশনে॥
রাহুত মাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
মহারাজা প্রবেশিলা কানন ভিতর॥
জটাধারী ত্রিপুরারী দেখিয়া নিগড়ে।
রাজা বলে রাখবো ল'য়ে রামনগরের গড়ে॥
শত কোঁড়া দিল রাজা কাটিবারে মাটি।
যতই খোঁড়ে ততই বাড়ে পুষ্করিণীর আটী॥
বার দিন খোঁড়ে তবুও অন্ত নাহি পায়।
যত খোঁড়ে ততই শম্ভু পাতাল পানে ধায়॥
ভক্ত দুঃখ পায় বাবা ভাবিয়া অন্তরে।
নিশিযোগে বসেন গিয়া রাজার শিয়রে॥
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ দিলেন স্বপন।
শুন রাজা ভারামল্ল আমার বচন॥
অকারণে দুঃখ পাও মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি আমার জড়॥

তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি॥
একথা শুনিয়া রাজা আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির॥
আদ্য কথা বাবার নাম যে করে শ্রবণ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় শিবের বচন॥
দয়াল ঠাকুর বাবা পতিত পাবন।
ধন্বন্তরী হ'য়ে করে ব্যাধির দমন॥
মৃত্যুকে জয় ক'রে বাবার মৃত্যুঞ্জয় নাম।
কলিকালে নরদেহে করেন প্রাণ দান॥
ভক্তের হন মাতা পিতা ভক্তের হন গুরু।
ভক্তেতে রেখেছে নাম বাঞ্ছাকল্পতরু॥
বাবার নাম করে যে অরণ্যে বসিয়ে।
তার অন্ন যোগান বাবা মস্তকে করিয়ে॥
বাবার নাম ক'রে যেজন পথ চ'লে যায়।
কণ্টক ঘুচান বাবা, পাছে বাজে ভক্তের পায়॥
বৃষভ বাহন বন্দ দেব ত্রিলোচন।
পঞ্চমুখে রাম নাম গান অনুক্ষণ॥
রাম নামের শব্দটুকু যতদূরে যায়।
ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা পাপ দূরেতে পলায়॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম ব'লে ডাকে।
পুষ্পরথে স্বর্গে যায় যম দাঁড়ায়ে দেখে॥
যেই রাম সেই শিব ভিন্ন কভু নয়।
বিষ্ণুনাথ তবে শুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়॥
শিব শিব বলে মুখে আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

ব্রাহ্মণে শুনিলে নাম বিদ্যালাভ হয়।
শূদ্রে শুনিলে দেহের পাপ নাহি রয়॥
সধবায় শুনিলে হয় সাবিত্রী সমান।
বিধবায় শুনিলে অন্তে পায় ভগবান॥

ধন্নার প্রতি বাবার আদেশ

কেমনে হয় বাবার দয়া শুন সর্ব্বজন।
(বাবা) স্বপ্নাবেশে আসি জীবে কহেন সকল বিবরণ।
কভু ধরি নিজ বেশ কভু ব্রাহ্মণের বেশ,
আত্মীয় স্বজন কভু সন্ন্যাসীর বেশ।
হ'য়ে সদয় নিজে দয়াময় করেন ঔষধ বিতরণ॥
নিকটে বসিয়ে কারে দেন খাওয়াইয়ে,
অথবা দেন হস্তের উপর কিংবা বলিয়ে,
তোর আছে পিতা অন্য গ্রামে প্রসাদ তার করহ ভক্ষণ।
কারে পরীক্ষা করিতে দেন সর্প ধরিতে,
অভক্ষ্য দ্রব্য বলেন খাইতে,
যার আছে ভক্তি, সে পায় মুক্তি, ভব ব্যাধি হয় মোচন॥
বাবা এমনি দয়াময় অভক্ষ্য ভক্ষ্য তার হয়,
মর্ত্তমান রম্ভা কিম্বা মিষ্টান্ন যে হয়,
এই ভবের মাঝে ভবের খেলা বোঝে সাধ্য কোন্ জন।
বাবা আমি অতি দীন ভজন সাধন বিহীন,
ভব রোগে ভবে এসে ভুগ্‌ছি চিরদিন,
কর রোগ মুক্ত সুকুমারে দিয়ে ঐ যুগল চরণ॥

অন্ধ শিশুর নয়ন ও বোবার বোল

বাবার কৃপায় অসাধ্য সাধন জীবের হয়।
বোবার ডাকে 'বাবা' বলে অন্ধজনে নয়ন পায়॥

তেরশ একুশ সাল বাইশে জৈষ্ঠ্যের ঘটনা।
(কেমনে) অন্ধ শিশু নয়ন পেলো জানো সর্ব্বজনা ॥
ত্রিরাত্র উপবাসে বাবা আসিয়া পাশে।
(বলেন) চক্ষু ধোয়া চরণামৃতে বসি মন্দির পাশে ॥
তিনটি বারে নয়ন পেল দেখে মায়ের মুখ।
অন্ধকার গেল কেটে ঘুচল সকল দুখ ॥
মায়ে ছেলেয় করে পূজো করে সর্ব্বজন।
এইরূপে তারকনাথ সদয় অনুক্ষণ ॥
আবার সন তেরশ উনিশ সালের ঘটনায়।
বোবা পেল বাক্‌শক্তি বাবারই দয়ায় ॥
গোয়ালা গ্রামের বোবা ডাকে তোমায় অনুক্ষণ।
দয়াময় তারকনাথ আমায় কর মোচন ॥
ধন্যাকালে বাবা তারে দিলেন স্বপন।
ব্রাহ্মণের পদরজ তুমি করিও ধারণ ॥
ব্রাহ্মণের অভিমানে তোমার এই রোগ।
এতদিনে ঘুচলো তোমার সকল পাপের ভোগ।

মুসলমান উদ্ধার

আশ্চর্য্য বাবার লীলা শুনহ সর্ব্বজন,
কেমন মুসলমানে বাবা দিলেন দরশন।
কোন ভক্ত মুসলমান, পেয়ে দয়ার প্রমাণ,
মানৎ করে ভক্তিভাবে আসি তব স্থান।
দয়াময় তারকনাথ মনের বাসনা কর পূরণ,
বদনা ভরে দুগ্ধ দিব যদি বাঁচান গোধন।
শুনি কাতর বাণী দয়াময় আপনি,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন শূলপাণি,
পেয়ে দয়ার সন্ধান, সেই ভক্ত মুসলমান,
মাটির ভাণ্ড করি দুগ্ধ আনে তব সন্নিধান।

যবন হস্তে দেখি দুগ্ধ, প্রহরি তাড়ায় তখন।
অন্তর্যামী আসি সেথা করিলেন বাঞ্ছা পূরণ॥
বাবার নাম ক'রে দুগ্ধ যায় ফেলিবারে।
সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিলেন তাহারে॥
তখন ত্বরায় করি, স্বর্ণ বাটীতে ভরি।
অশ্বত্থ তলায় দুগ্ধ খান ত্রিপুরারি॥
দেবের দ্রব্য দ্বিজে দেহ ঘুচিবে সকল বেদন।
এই দুগ্ধ পাত্র লয়ে মোহন্তের নিকট কর গমন॥
হেথায় ভোগের বেলায়, স্বর্ণ বাটি নাহি পায়।
পূজারী ব্রাহ্মণ সবে করে হায় হায়॥
সবে চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে।
মুসলমানের হাতে বাটি পাইল দেখিতে॥
বাটি লয়ে গেল সবে মোহন্তের নিকট তখন।
দুগ্ধ পাত্র না মিলিলে যাবে সকলের জীবন॥
রাজা শুনিয়ে বাণী, শিব ভক্ত জানি।
পুরস্কারে বিদায় তারে করেন তখনি॥

রেল বন্ধ ও দস্যু দমন

ভক্তের রক্ষিতে বাবা সদা দয়াবান।
অন্ধ, কুষ্ঠ, রাজা, প্রজা সকলি সমান॥
করেছিল মানৎ, কোন ভক্ত একজন।
নিমাই তীর্থ হতে দণ্ডী দিয়ে করিব পূজন॥
ভক্ত দণ্ডি খেটে যায়, দুইদিকে রেলগাড়ী পৌঁছায়॥
বলে রাখ বাবা তারকনাথ প্রাণ বুঝি যায়।
তোমার পূজা দিতে সঙ্গে তার একশ টাকা বিদ্যমান।
তথায় হ'য়ে উদয় হে দয়াময় রাখিলেন ভক্তের প্রাণ।
বাবা তোমার ইচ্ছায়, দুইদিকে রেলগাড়ী দাঁড়ায়।
বিস্ময়ভাবে ইংরাজ তখন চারিদিকে চায়॥

দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী রেলপথে লম্বমান ॥
ইংরাজ আসিয়া তখন শুনিল সকল বিবরণ ॥
পূজা দিল আসি তোমার লইয়া স্মরণ ॥
দয়ার সাগর তুমি (ভেদ) নাহি হিন্দু মুসলমান ॥
সেথা পরিত্রাণ পেয়ে যায় দণ্ডি খাটিয়ে ।
তোমার টাকা লয়ে যায় নির্ভয় হৃদয়ে ॥
যাইতে যাইতে পথে হ'ল দিবা অবসান ।
সঙ্গে টাকা দেখে তারে ঘেরিল দস্যুগণ ॥
দস্যুগণ তখন, সবে ভাবে মনে মন ।
সামান্য সন্ন্যাসী এই নহেত' কখন ।
ভক্তের কণ্ঠে বসে বাবা বলিলেন আখ্যান ।
ভীত হইয়া দস্যুগণ করিল শ্রবণ ॥
আমার পূজার জন্যে, টাকা লয়ে সঙ্গেতে ।
আমার দণ্ডী খেটে চলে ভক্ত নির্ভয়েতে ॥
তারকনাথের পূজা হবে কেবা হেন তেজীয়ান ॥
বাবার নাম শুনি তখন দস্যু করিল মানন ॥
"রক্ষ বাবা তারকনাথ" সকলের জীবন ।
সন্ন্যাস দিব প্রতি বর্ষে মঙ্গল কর ভগবান ॥
দস্যু যায় পলাইয়ে, ভক্ত দণ্ডি খাটিয়ে ।
উপস্থিত হইল আসি তোমার আলয়ে ॥

কুকুরের মুখে বেগুনি খাওয়া

কার সঙ্গে কিভাবে খেলেন, ক্ষেপা ত্রিলোচন ।
খেলেছেন এক নূতন খেলা, কুকুর রূপ করি ধারণ ॥
অঘোরী আলয়ে, জল উদরী, ব্যারাম লয়ে ।
এসেছিল এক রোগী কাতর হৃদয়ে ॥

নিষ্ঠাভাবে দিল ধন্না স্মরিয়ে তব চরণ।
বাবা তোমার কৃপায়, ত্রিরাত্রে হুকুম সে পায় ॥
বলেন বেগুনি খাচ্ছে কুকুর একটি, যাও শীঘ্র সেথায়।
গিয়ে খাও তার উচ্ছিষ্ট বেগুনি, হবে তোর ব্যাধি মোচন ॥
তখন আদেশ পেয়ে অঘোরীর বাটিতে গিয়ে।
দেখে গলির ভিতর একটি কুকুর আছে বসিয়ে ॥
তার মুখ হতে কাড়ি লয়ে করিল শীঘ্র ভক্ষণ,
বেগুনি করিয়া ভক্ষণ; রোগে মুক্ত সেইজন।
তোমার লীলা বোঝে ভবে আছে কোন্ জন ॥

মাংসপিণ্ড শিশুর উদ্ধার

সম্প্রতি অঘটন ঘটেছে এক তারকেশ্বরে।
আসে মাংসপিণ্ড ছেলে লয়ে ধন্না দিবার তরে ॥
৩০শে ফাল্গুনেতে, বরুণহাট গ্রাম হইতে।
রামকৃষ্ণ দাস ছেলের কাকা আসেন সঙ্গেতে ॥
পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর দোকানেতে সেদিন থাকে নিরামিষ করিয়ে।
পরদিন প্রাতে উঠে, বাবার পূজাদি দিয়ে ॥
ভক্তিভাবে পড়্‌ল গিয়ে বাবার দুয়ারে
চারিদিনেতে বাবার দয়া হ'লো তাহার উপরে,
বাবা চারিধার ঘুরে আনলেন একটি বেঙ ধরে।
নিশিযোগে দিলেন তার হাতের উপরে ॥
বলিলেন প্রতিদিন এই বেঙ ধুয়ে খাওয়াবি ঐ শিশুরে।
শিশু বাবার কৃপায়, হাড় গোড় সকলি যে পায় ॥
যাহা দেয় তাই খায় বাবার দয়ায়।
দিব্য অঙ্গ পেয়ে শেষে গেল আপনার ঘরে ॥

তারকেশ্বর শতনাম

পার্ব্বতী কহেন শিবে ওহে গুণধাম।
শুনিতে বাসনা বড় তব শতনাম॥
ভবের বন্ধন ঘুচে যে নাম শ্রবণে।
কৃপা করি কহ নাথ দাসীর সদনে॥
ভবানী বচনে তব কৈলাস ঈশ্বর।
আনন্দ অন্তরে তাঁর দেন সদুত্তর॥
পাপ তাপ দূরে যায় যে নাম কথনে।
অবহেলে ত্রাণ পায় এ ভব বন্ধনে॥
মহাপুণ্য প্রদায়ক অতি গোপনীয়।
কি আছে আমার প্রিয়ে তোমার অদেয়॥
স্মরণে সংসারে মুক্ত হবে নরগণ।
অবহিত শতনাম করহ শ্রবণ॥
নারদ ইহার ঋষি ছন্দ অনুষ্টুপ।
দেবতা শ্রীসদাশিব আমিই সেইরূপ
ষড়ক্ষর মহামন্ত্র চতুর্বর্গ পায়।
সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি তবে বিনিয়োগ যায়॥
সহস্রদলে মহাকালী যুক্ত।
আধারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ রই বিরাজিত॥
কুণ্ডলিনী শক্তিরূপেও তুমিও তথায়।
ত্রিপাকে বেড়িয়া মোরে কাটাও নিদ্রায়॥
স্বাধিষ্ঠানে মহাবিষ্ণু ত্রিলোক পালক।
মণিপুরে মহারুদ্র সর্ব্বস্ব হারক॥
অনাহত চক্র মাঝে আমিই ঈশ্বর।
কণ্ঠদেশে সদাশিব সদা শুভকর॥
আজ্ঞাচক্রে শিবনাম চিত্ররূপে রই।
সহস্রারে বিন্দুরূপে পরমাত্মা হই॥

কৈলাসে কৈলাসেশ্বর মহাজ্যোতির্ম্ময় ।
পার্ব্বতী বল্লভ নামে স্থিতি হিমালয় ॥
বিশ্বেশ্বর জ্ঞানেশ্বর বিখ্যাত কাশীতে ।
চন্দ্রনাথ শম্ভুনাথ চন্দ্রশেখরেতে ॥
সিন্ধুতীরে আদিনাথ নাম ধরি আমি ।
কামরূপে বিষধ্বজ জগতের স্বামী ॥
কেদারে কেদারনাথ পাবক ঈশ্বর ।
নেপালেতে পশুপতি শুভ্র কলেবর ॥
হিঙ্গুলায় কৃপানাথ ঊর্দ্ধে রূপনাথ ।
দ্বারকায় হর হ'য়ে হরি যাতায়াত ॥
পুষ্করে প্রমথেশ্বর আর হরিদ্বারে ।
গঙ্গাধর নামে সবে পূজে ভক্তিভরে ॥
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডুবেশ কেশব ব্রজেতে ।
গোপশ গোপিনী পূজ্য খ্যাত গোকুলেতে ॥
মথুরায় কংসনাথ সবে গায় ।
ধনুর্দ্ধর নামে দেবী স্থিতি মিথিলায় ॥
অযোধ্যায় কৃত্তিবাস বাঘাম্বর ধারী ।
কাঞ্চিতে ত্রিপুরেশ্বর পাপীরে উদ্ধারি ॥
কাশ্মীরে কপিলেশ্বর সুখ মোক্ষদাতা ।
ত্রিকূটে চন্দ্রচূড় পাপীজন ত্রাতা ॥
নর্ম্মদার কলিঙ্গ আর বিন্ধ্যাচলে ।
আমার যোগীন্দ্র নামে আরাধে সকলে ॥
প্রবাসেতে শূলধারী মম অভিধান ।
ভোজপুরে ভোজনাথ করুণা নিদান ॥
গয়াক্ষেত্রে গদাধর পিণ্ডদানে তোষে ।
গতপ্রাণ পিতৃলোকে তরে অনায়াসে ॥

ঋভখণ্ডে বৈদ্যনাথ আর বক্রেশ্বর।
বীরভূমে সিদ্ধিনাথ সিদ্ধির ঈশ্বর ॥
রাঢ়েতে তারকেশ্বর তারকনাথ নাম।
রোগ মুক্তি পায় পূজি পূর্ণ মনস্কাম ॥
রত্নাকর নদীতটে খ্যাত ঘটেশ্বর।
ভাগীরথির তীরে আসি কপাল ঈশ্বর ॥
কল্যাণ ঈশ্বর যথা আর ভদ্রেশ্বর।
নামে পূজে ঊর্দ্ধে ভূজে স্বর্গে যায় নর।
কালীঘাটে নকুলেশ পূজে সর্ব্বজনে।
শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর বিখ্যাত ভুবনে ॥
কোবেধূপুরে মোর জলেশ্বর নাম।
জগন্নাথ নামে সদা দীপ্তি ক্ষেত্রধাম ॥
ভুবনেশ্বর আমি লীলাচলে স্থান।
সেতুবন্ধ রামেশ্বর রাম ধ্যান জ্ঞান ॥
রাবণেশ নামে ঘোষে লঙ্কার সকলে।
কুবের ঈশ্বর নাম রজত অচলে ॥
শ্রীশৈল পর্ব্বতে মোর লক্ষ্মীকান্ত কয়।
ত্র্যম্বকে গোমতী তীরে পূজি পাপক্ষয় ॥
গোকর্ণেতে ত্রিলোচনা ভীমে সুধাকর।
বদরিকাশ্রমে হই কপিলার্থেশ্বর ॥
কামেশ্বর নামে ভজে কামিনীগণেতে।
কুলীশ আমার নাম চক্রের মাঝেতে ॥
সলিলে বরুণেশ্বর শিক্ষা মধ্যে গুরু।
ভক্তমাঝে আশুতোষ বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
শক্রর মধ্যেতে নাম ত্রিপুর অসুর।
চন্দ্রলোকে সোমনাথ সুধা প্রদায়ক ॥

রুদ্রলোকে স্বর্ভানু আর ভানু মণ্ডলে।
মহেশ্বর নাম দিয়া আরাধে সকলে ॥
লোকনাথ নামে খ্যাত ত্রিলোক ভুবনে।
নীলকণ্ঠে ত্রিলোকস্থিত সমুদ্র মন্থনে ॥
জম্বুদ্বীপে জগৎকর্ত্তা জগৎ ঈশ্বর।
শাকদ্বীপে চতুর্ভুজ ভীলে বৈশ্বানর ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে কপালভৃৎকপর্দ্দীশ কুশে।
মণিদ্বীপে মণীনাথ পুরাণে প্রকাশে ॥
পুষ্করে পুরুষোত্তম পক্ষে শশধর।
দেব মধ্যে বাসুদেব বেদ ব্যাসেশ্বর।
গুরুমধ্যে নিরঞ্জন ভাগ ভট্টধামে।
নামরূপধারী আমি বর্ণিত নিগমে ॥
যোগ শাস্ত্রে যোগেশ্বর জ্যোতিষে সর্ব্বজ্ঞ।
রাজরাজেশ্বর কহে নৃপতি সুবিজ্ঞ ॥
দীন মধ্যে দীননাথ উমানাথ বলে।
সত্যলোকে পরমব্রহ্ম অপস্ত পাতালে ॥
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত লিঙ্গরূপে স্থিত।
শক্তিসনে ফুল্লমনে সদা বিরাজিত ॥
হরহরি অভেদাত্মা জানিবে নিশ্চয়।
ভজনে নিদান যার শান্তির নিলয় ॥
আমারে পূজিলে হর হরির পূজন।
হরির পূজনে মোর আনন্দ বর্দ্ধন ॥
এই শতনাম যেবা নিত্য পাঠ করে।
মহাপাপে মুক্ত হয়ে ভবসিন্ধু তরে ॥
অন্তিমে কৈলাশে যায় যম ভয়ে নাশে।
কালীপদ শিবের সুত পরারেতে ভাষে ॥

সঙ্গীতার্ঘ্য

(১)

জয় শিব শঙ্কর জয় তারকেশ্বর
তারকব্রহ্ম তারকনাথ তাপিত তারণ।
জয় জয় উমাপতি তুমি অগতির গতি,
সারাৎসার পরাৎপর বিপদ বারণ॥
আমি বড় মূঢ়মতি, নাহি বিন্দু ভক্তি প্রতি,
কি কর তোমার স্তুতি (তুমি) অনাদি কারণ।
জয় জয় বিশ্বনাথ লহ দীন প্রণিপাত,
পদাশ্রয় দেহ দাসে গাহিছে চারণ॥

(২)

কৈলাস হল তারকেশ্বর, এসেছেন শিব পঞ্চানন
তাপিতে তরাতে লীলাময় হর, করিছে কৃপা বিতরণ॥
পুণ্য তীর্থে কে যাবিরে আয়, শরণ মিলিবে মহেশের পায়
মিটিবে তৃষ্ণা আশীষামৃতে, হবে সব জ্বালা নিবারণ॥
(করিছেন কৃপা বিতরণ)
কে আছ কোথায় মোহে অচেতন, জ্বলে পুড়ে ছাই হতেছে জীবন
এসো এসো এই পুণ্যতীর্থে লহ এই ধূলির পরশন॥
রোগে শোকে আর নাহিক ভয়, অভয় দানিছেন মৃত্যুঞ্জয়।
ভকতি মাখায়ে মন ধূতুরায় শ্রীচরণে কর নিবেদন॥

(৩)

দীনের গতি উমাপতি ঠাঁই দাও দীনে ও-চরণে।
আমার নাইক ভক্তি পাইনা মুক্তি রক্ষা কর মূঢ় জনে।
(হয়ে) ভবের রোগে জরজর
কাঁপছে যে প্রাণ থরথর;
এবার তরীর হালটী ধর মহেশ্বর এ চর্দ্দিনে॥
তোমার পদে নিলাম শরণ
তুমি হও মোর জীবন মরণ;
অন্তিমেতে দিও চরণ নিরঞ্জন নিজগুণে।
দীনের গতি উমাপতি ঠাঁই দাও দীনে ও চরণে॥

(৪)

তারক ব্রহ্ম তারকনাথে ডাক্‌রে আমার মন।
ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে পরে দয়া করবেন পঞ্চানন ॥
বাবা শ্মশানে থাকে, গায়ে ভস্ম যে মাখেন,
দিবা নিশি নয়ন মুদে রাম বলে ডাকেন।
(বাবা) ভক্তের জন্য কৈলাশ শূন্য ক'রে থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥
বাবার নামটি মৃত্যুঞ্জয়, যারে শমন করে ভয়,
মনের সহিত ডাক্‌লে পরে বিপদ নাহি রয়।
(বাবা) বিপদ ভঞ্জন নাম ধরেছেন নামটি ওই বিপদতারণ।
সুকুমারের এই বাসনা, মন আমার চেতন হলি না,
মায়ার বশে রইলি ভুলি বাবায় ডাকলি না,
ডাকলে পরে সদয় হ'য়ে দিতেন বাবা শ্রীচরণ ॥

(৫)

মুখে বল ব্যোব্যোম ভোলা. রবে না রবে না ভবের জ্বালা।
জাহ্নবীর জল শিরে লয়ে ঢাল, কদাচ বাবারে করো না হেলা।
হর হর হর ওহে গঙ্গাধর, তোমার মহিমা বেদে অগোচর।
ঘাটে উঠে হলে তারকেশ্বর, মুকুন্দ ঘোষেরে দেখাতে লীলা।
ত্যজ্য করি কৈলাসপুরী,
স্থান পেরেছ কিবা আহা মরি, মরি,
পদ সেবা করেন গিরিরাজ কুমারী,
নন্দী ভৃঙ্গী করিছে খেলা।

(৬)

এসেছি হে তারকনাথ তোমার চরণে,
(আমার) রাখ হর দিগম্বর রক্ষা কর এদিনে।
বাবা কখন শ্মশানে কখন মশানে,
নিজ গুণে করলে দয়া ভক্ত সব জনে।
(তোমার) হেরে চরণ, তৃপ্ত নয়ন,
মুক্তি নাই ভক্তি বিনে।
বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর,
কলিযুগে জীব ত্বরাতে তুমি তারকেশ্বর।
গিরিবালা গৌরীরূপে বসেছে তব বামে,

বাবা আমি দুরাচার, কিবা মহিমা তোমার ;
না জানি হে ত্রিশূল পানি তুমি সারাৎসার
(এখন) হৃৎসেশ্বর কর দয়া, তার হর অন্তিমে ।

(৭)

সার জেনেছি সংসারেতে নাই কেহ তোমা বিনে,
তুমিই ভক্তি তুমিই মুক্তি তুমিই গতি শেষ দিনে ।
মিছে মায়ার ছলায় ভুলে
ভেসে মরি কাল, অকূলে,
ঘুরে ঘুরে হলাম সারা যেতে নারি পথ চিনে ।
হাজার জ্বালায় জ্বলছি তবু
পূজি নাকো তোমায় প্রভু
ভবের হাটে দেখি শেষে মূলধনও গেছে ঋণে ।
বড়ই অভাজন আমি
পদাশ্রয় দাও স্বামী ;
অধম জনে তুমি বিনে কে তরাবে এ দুর্দিনে
ছিন্ন সুকুমার কয়
করি নাক শমন ভয়,
সকল ভুলি তোমার পায়ে বাজাই বসে মনের বীণে ॥

প্রণাম

জয় জয় তারকনাথ জয় উমাপতি ।
করুণার সিন্ধু তুমি অগতির গতি ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্রষ্টা অনাদি কারণ ।
অন্ধের নয়ন তুমি তাপিত তারণ ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সারাৎসার ।
কে পারে বর্ণিতে তব মহিমা অপার ॥
আমি মূঢ় অভাজন অজ্ঞান অধম ।
সকাতরে যাচি তব কৃপা অনুপম ॥
মলিন হয়েছি নাথ কামনা মুদিতে ।
তোমার পূজার পুষ্প পারি না তুলিতে ॥
নিজ গুণে করুণার গঙ্গাজল দিয়া ।
দাও প্রভু চিত্ত মম নির্ম্মল করিয়া ॥

এনেছি আমারে আমি চরণ ছায়ায়।
রক্ষা কর দীননাথ এই অভাগার ॥
ভক্তি দাও জ্ঞান দাও দাও পবিত্রতা।
অনুরক্তি দাও পদে ব্রতে একাগ্রতা ॥
হেন আশীর্ব্বাদ মোরে কর দয়াময়।
নিশিদিন তব নাম হৃদে যেন রয়।
বেদ আছে গীতা আছে পারিগো কিনিতে।
আঁখি বিনা ব্যর্থ সব নারিনু চিনিতে ॥
দয়া করে ধরা দাও হে জগৎ স্বামী।
দুর্য্যোগের রাত্রে তোমা চিনে নিই আমি ॥
যখন যেখানে রই সম্পদে বিপদে।
সুবাসে ভরিয়া রাখি মনঃ কোকনদে ॥
তুমি নিত্য তুমি বিত্ত তুমিই সংসার।
তোমারই সেবায় এই জীবন আমার ॥
তুমি বায়ু তুমি আয়ু তুমি শশী রবি।
নিখিল প্রকৃতি প্রভু তব মৌন ছবি ॥
এসো দেব এসো পিতা নিত্য নিরঞ্জন ॥
এসো নীলকণ্ঠ এসো পার্ব্বতী রঞ্জন ॥
সংসারের তাপে তপ্ত হৃদয় আমার।
জুড়াইয়া দাও দিয়ে শ্রদ্ধা সুধাধার ॥
কৈলাস করেছ তুমি ত্যারকেশ্বর ধাম।
অধম জনের এবে পুরাও মনস্কাম ॥
হেন বর দাও দীনে ওগো মহেশ্বর।
ধূলি স্পর্শে মুক্ত যেন হয় নারীনর ॥
যে জন বারেক ওগো আসিবে এখানে।
ত্বরাবে তাহারে তুমি কৃপাবিন্দু দানে ॥
সহস্র যোজন হতে তারকনাথ বলি।
যে ডাকিবে সব ভয় যাবে তার চলি ॥
সত্য হোক হৃদে মম তোমার ভারতী।
অন্তর লুটায়ে করি অর্চ্চনা আরতি ॥
ক্ষম সব অপরাধ থেকো নাকো বাম।
চরণে তোমার কটী রাখিনু প্রণাম ॥

— সুকুমার

— सुकुमार

বিজ্ঞান যেথা পথ হারায়—
সেথা দৈব ছাড়া গতি নাই

শ্রীশ্রী৺তারকনাথদেবের স্বপ্নাদ্য ঔষধ

যাবতীয় স্ত্রী রোগ, হাঁপানী, অম্লশূল, মেহ, প্রমেহ, পালাজ্বর, শ্বেতকুষ্ঠ, আমাশয়, শিরপীড়া, বাত, একশিরা, পুরাতন জ্বর, মৃতবৎসা, সন্তানলাভ ও নানাবিধ জটাল রোগে আমরা শ্রীশ্রী৺তারকনাথ দেবের স্বপ্নাদ্য ঔষধ দিয়া থাকি। মনস্কামনা পূ হইলে যথাসাধ্য পূজা দিবেন। যাঁহারা নানাবি চিকিৎসায় জীবনে হতাশ হইয়াছেন তাঁহাদিগকে শেষ দশায় শ্রীশ্রী৺তারকনাথদেবের চরণ শরণ লইতে অনুরোধ করি।

নিবেদক—

শ্রীশীতলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
পুত্র (গাঙ্গুলী
শ্রীসুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
(গাঙ্গুলী
আদি পুরোহিত

"উমা নিবাস"
ভদ্রিপুর, তারকেশ্বর
হুগলী

তারকনাথ লীলা মাহাত্ম্য প্রচারার্থে তারকেশ্বর লীলা মাহাত্ম্য প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীতারকনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রকাশিত এবং নাম মাত্র মূল্যে বিতারিত।